REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৪ঠা শ্রাবণ বুধবার ১৩২৮ ইংরাজী 20th July 1921 | ১০ম সংখ্যা।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর-সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴৩ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের
কেশরঞ্জন তৈল।

গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের
কেশরঞ্জন তৈল।

প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের
কেশরঞ্জন তৈল।

মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের
কেশরঞ্জন তৈল।

কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শক্র মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ৷৵০ ছয় আনা।, তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা. ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্ট" রমণীরক্ষক হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি … ১৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল … ৷৵০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোংর

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

হিলিংবাম

গত ২৭ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমানে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিং ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি. এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এস,আর, সি, এস, এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷০
" " ছোট শিশি ১৷০

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ, গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা।

জমি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

—•—

মির্জ্জাপুরের নিকটস্থ নওদা গ্রামে জমিদার শ্রীযুক্তা নিত্যকালী দাসীর অধীনে

২৬/৪৮৵০ বিঘার কাত ৫৯৬৫০

১।৩।৷০ " " ২৬৷/৫

৩।২ " " ৮৻৫

বহুতালীর নিকটস্থ নাদাই গ্রামে শ্রীযুক্তা কিরণবালা দেবীর অধীনে

৬৷৷০ বিঘার কাত ৭৻১৫

১/০ " " ৷৵১০

জমিদার শ্রীযুক্ত বুধসিংহ দুধুরিয়া অধীনে ১০।০ কাত ১০৲

উক্ত জোত জমাগুলি বিক্রয় হইবে যিনি খরিদ করিতে ইচ্ছুক হইবেন তিনি নিম্নের ঠিকানাতে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন স্বর্ণকার

সাং জঙ্গিপুর।

শক্রেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৪ঠা শ্রাবণ বুধবার ১৩২৮ সাল।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের শুভাগমন।

—০—

মুর্শিদাবাদ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর জঙ্গিপুর মহকুমার কার্য্যাদি পরিদর্শনার্থ শুভাগমন করিয়াছেন। দুচারি দিন থাকিবেন।

হইতে হইতে হইল না।

—০—

রঘুনাথগঞ্জ সহরে বালিঘাটা হইতে যে রাস্তাটী সহর ভেদ করিয়া দক্ষিণ মুখে গিয়াছে তাহাই এখানকার সদর রাস্তা। রাস্তাটী সদর হইলেও কদর বড় ভাল নহে। সহরে কোন হোমরা চোমড়া রাজপুরুষের আগমনাশঙ্কা হইলেই এই রাস্তাটী চিকণ করিবার ধুমধাম পড়িয়া যায়। বর্ত্তমানে রাস্তাটীর অবস্থা বড়ই শোচনীয়। বিশেষতঃ ৪নং ৫নং ওয়ার্ডের সন্ধিস্থলে উহা এক প্রকার দুর্গম হইয়া পড়িয়াছে। মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষের যেন রাস্তাটীতে দৃষ্টি পড়িয়াছিল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। মেরামত করিবার জন্য মাল মসলা রাস্তার ধারে জমা করা হইয়াছিল। মনে হইল রাস্তাটীর অচিরে সংস্কার হইবে। ও মা! এক দিন সকাল বেলায় দেখি যে সমস্ত মাল মসলা, ইট, খোয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। রাস্তাগুলিরও কোষ্ঠীর ফল আছে বুঝি তা না হইলে কি এমন হয়? মেরামত হইতে হইতে হইল না। কর্ত্তা ইচ্ছা কর্ম্ম।

সধবা লক্ষ্মীর পরলোক।

—০—

রঘুনাথগঞ্জের প্রবীণ উকীল বাবু বরদা কান্ত সরকার মহাশয়ের পত্নীর গিন্নি মহলে বেশ সুযশ ছিল। সরকার মহাশয়ের অতি বড় শত্রুও তাঁহার প্রশংসা করিত। ইনি প্রায় বৎসরাধিক কাল হইতে চিররোগী অবস্থায় ভুগিতেছিলেন। তাহার উপর জামাতৃ শোক ও পুত্রশোক-শেল তাঁহার রুগ্ন হৃদয়ে সহ্য হইল না। গত বৃহস্পতিবার প্রাতে স্বামী পুত্র ও বহু আত্মীয় স্বজন রাখিয়া সতীলক্ষ্মী সকল যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া দিব্য ধামে চলিয়া গিয়াছেন। বরদা বাবুর বৃদ্ধ বয়সে পত্নীবিয়োগে বড়ই কষ্ট হইয়াছে। তাঁহার পত্নী দেবদেবার মত স্বামী সেবা করিতেন! এক্ষণে বৃদ্ধের সেবার বড় কষ্ট হইবে। কি করা! মানুষের হাত নাই। তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বামীভক্তির পুরস্কার স্বরূপ শাঁখা সিন্দুর লইয়া পতিপুত্রের সম্মুখে স্বর্গারোহণ করিলেন ইহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান সান্ত্বনা। ভগবান বৃদ্ধের হৃদয়ে শক্তি দাও ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সম্পাদক বৈঠক।

—:০:—

গত ১৬ই জুলাই সেক্রেটারী সাহেবের মারফতে মিনিষ্টার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিমন্ত্রণ পাইয়া আমরা কলিকাতা টাউন হল 'কমিটী রুমে' গিয়াছিলাম। মোট ৪০ জন আন্দাজ সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন। বাঙ্গালার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মিনিষ্টার বাহাদুর বক্তৃতা করার পর কলিকাতার সম্পাদকগণ ইংরাজী ভাষায় স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করেন। তারপর মফঃস্বলের সম্পাদকগণ মধ্যে অনেকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বলিয়াছিলেন। চুপ করিয়া থাকিলে পাছে লোকে বেকুব ঠাওরে তাই আমরাও যথাজ্ঞান ভ্যান্ ভ্যান্ করিতে ছাড়ি নাই। তারপর এই স্বাস্থ্যোন্নতির বিষয়ে সম্পাদকগণের সহায়তা করার ব্যাপারে সকল সম্পাদকই এক বাক্যে 'যে আজ্ঞে' বলিয়া আসিয়াছি। সভায় স্থিরীকৃত হইল সম্পাদকগণ যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন। ঋণ দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যয় ভার সংকুলান করা হইবে। পল্লীতে পল্লীতে প্রচার কার্য্য চালাইতে হইবে। স্কুলের বালকগণের পাঠ্য পুস্তক মধ্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একখানি পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইবে। আমরা ত 'যে আজ্ঞে' বলিয়া আসিলাম। জানিনা যে সম্পাদকগণের দ্বারা এই কার্য্যে কতদূর সাহায্য হইবে। সার সুরেন্দ্রনাথ বহুদিন কাগজে ক্ষমতার পরিচালনা করিয়াছিলেন। সম্পাদকগণের শক্তি আমাদের অপেক্ষা তাঁহার বেশী জানা আছে। তবে মফঃস্বলের কয়জন লোক সংবাদ পত্র পাঠ করেন? কাগজের সাহায্যে প্রচার কার্য্য যে খুব বেশী হইবে তাহা বোধ হয় না। তার উপর রেস্ত নাই। 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ' করিতে হইবে। তবে উদ্দেশ্য মহৎ।

সন্ন্যাসী ওরফে ভাওয়ালের কুমার।

—:০:—

ভাওয়ালের মধ্যম কুমার বিষয়ক রহস্য ক্রমেই অধিকতর বিস্ময়কর হইয়া উঠিতেছে। ভাওয়াল রাজপরিবারের ব্যক্তিবর্গ এবং ভাওয়াল রাজ্যের প্রজাপুঞ্জ যে সন্ন্যাসী-বেশী যুবককে মধ্যম কুমার-রূপে গ্রহণ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিধা বোধ করেন নাই, বঙ্গের রেভিনিউ বোর্ড যখন তাহাকে প্রতারক বলিয়া ঘোষণা করেন, তখনই আমরা বলিয়াছিলাম, উভয় পক্ষের কথা ধীরভাবে বিবেচনা না করিয়া এত তাড়াতাড়ি এরূপ সিদ্ধান্ত করা রেভিনিউ বোর্ডের পক্ষে সমীচীন হয় নাই। এখন শুনিতেছি, বোর্ডও নাকি আপন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন। কথাটা কতদূর সত্য ঠিক বুঝা যাইতেছে না; তবে এ সম্বন্ধে একটা জনরব যে সহরময় প্রচারিত হইয়াছে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

পোড়ান কি হইয়াছিল?

কিরূপ প্রমাণের বলে বোর্ড মধ্যম কুমারের দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা নির্ণয়ের নিমিত্ত স্থানীয় উকীল শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দার্জ্জিলিং গমন করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছেন—মধ্যম কুমারের দেহ যে পোড়ান হয় নাই, তৎসম্বন্ধে অবিসম্বাদিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; তদ্ব্যতীত বোর্ড যাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন, জেরায় তাঁহারাই সত্য কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন। শুনিতেছি, শীঘ্রই দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইবে; তখন সকল রহস্যই উদ্ঘাটিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ঢাকা প্রকাশ।

আজিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটীর জনৈক সদস্য পদপ্রার্থীর নিবেদন।

—০—

আমি কমিশনার হওয়া কর্ত্তব্য মনে করেছি। আপনার কৃপা করে ভোট দিলেই আমি তা হতে পারি। এক্ষণে ভোট আমাকে কেন দিবেন?

যেহেতু:—

১। আমার আগে বা পিছে কেউ নাই, আমি নিজের পায়ের উপরেই দাঁড়িয়েছি। আর কারও পায়ের উপরে ভর দিয়ে চতুষ্পদ হয়ে দাঁড়াই নাই। আর আমাকে সাধ করে কেউ দলে নেবেন, এত উদারতা কারও প্রাণে জেগেছে বলে আপনাদের আশঙ্কা করার কোনও কারণ নাই। আমি কাহারও ধারি না। বড়র সংসর্গে আমি যাইতে পারি না বা চাই না। সুতরাং আমার রুচি বিগড়ায় নাই। আমি মুক্ত—সাদাকে সাদা কালকে কাল বলার স্বাধীনতা আমার আছে।

২। এত কাল ধরে কেবল ধামা, ছেটো বা কাঠাধারীরাই মামুলি কমিশনার হয়ে আসছেন। এটা বড় একঘেয়ে হয়ে পড়েছে। এখন দল ছাড়া কাহারও একবার—হওয়া দরকার নইলে বিবেক যে একবারে ভোঁতা হয়ে যাবে।

৩। আমাদের মত লোকেরা যেখানে বাস করে সে অঞ্চলে রাস্তা, ঘাট, নর্দ্দমা, আলো প্রভৃতি কিছুই নাই। তবে যে আমরা এত দিনেও মরে ভূত হয়ে যাইনি সে বোধ হয় ট্যাক্স দেওয়ারই পূণ্য ফলে। আর রাস্তার ভাল মন্দ তা আপনাদের শ্রীচরণের পাদুকা প্রসাদে আমরাই ভাল জানি। সুতরাং আমাদের মত একজন ভুক্তভোগী এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি কমিশনার হলে এ সকল অভাব অভিযোগ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবার লোক হবে।

৪। সাধুভাষায় আমাদেরকে বলে দরিদ্র নারায়ণ আর ট্যাক্স দিতে না পারলে এই নারায়ণেরই সেবার ঘটি বাটী ধরে টানাটানি হয়। আমি গরীব, গরীবের বেদনা বুঝি সুতরাং আমার দ্বারা গরীবের ট্যাক্স বেশী হবার আশঙ্কা নাই। আর যে জন্যে ট্যাক্স তা আদায় না করেও আমি ছাড়ব না। নায়ের কড়ি দিয়ে যাতে ডুবে পার না হতে হয় তার ব্যবস্থা আমি করব।

৫। হোমরা চোমরা কমিশনার যাঁরা তাঁদের কেউ হয়ত বা এখানে থাকেন না, কারও হয়ত অবসর নাই, কেউ বা দলাদলির ঘোটে পড়ে দারুভূত মুরারীবৎ, আবার কারও বা সিপাহী আর্দ্দালী প্রভৃতির ব্যূহ ভেদ করে প্রবেশেরই উপায় নাই। আমি কিন্তু অঋণী, অপ্রবাসী, এসব বালাই কিছুই নাই। আমার নবদ্বার খোলা। আমাকে ডাকলেই পাবেন। আপনাদের অনুরোধ আমি আদেশ বলে মানব।

৬। আমি বাঙ্গলা এবং হিন্দী জানি। সেন্সসের ভাষায় যাকে বলে "লিটারেট," আমি না বুঝে কোনও বিষয়ে হুঁ দেবনা বা দলে পড়ব না। দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছের গল্প আমার জানা আছে।

৭। ইলেকসনের সময় অনেকেই আপনাদের দরজায় ধন্না দিয়া থাকেন কিন্তু যেমন ফুরাল ভোটের পালা অমনি পার হ'লে শুজারী—। আমি কিন্তু আপনাদেরকে এখনও তাই বলছি তখনও তাই বলব এবং উপদেশ ও পরামর্শ নিয়ে কাজ কর্ব্ব।

৮। আমি কংগ্রেস কমিটির মেম্বর। ক্রীডে সই করিয়াছি, মদ তাড়ি ছেড়েছি সুতরাং এখানে আর যাঁরা মেম্বার আছেন তাঁদের সাহায্য পাওয়ার আশা আমি কর্ত্তে পারি। যদি না পাই, তা হ'লে বুঝব যে মহাত্মা গান্ধির হুজুগ এখানে একটা ফিকির ফন্দী মাত্র।

৯। যোগ্যতার কথা না বলাই ভাল, মানহানির ভয় আছে। যোগাড়ের জয়ই সর্ব্বত্র। এক যোগ্যতাই আপ-

নারা সয়ে এসেছেন তখন বোঝার উপর শাকের আটিতে বাধবে না।

১০। আমার এক জাত ভাই লাটসভার মেম্বার হয়েছেন। আরও দুই একজন কোথায় কমিশনার হয়েছেন। তাহাতে সৃষ্টি কিন্তু ওল্টায় নাই। আপনাদের একটা সংস্কার দাঁড়িয়ে গিয়েছে যে এ সকল পদ বড়লোক এবং তস্য ধামাধরাদেরই একচেটে। এ ভুল ধারণা দূর করে ফেলুন। নিজের মনকে স্বাধীন করুন। ইহাই প্রকৃত স্বরাজ। আমাকে কমিশনার করে বাবুদের একবার বুঝিয়ে দেন যে আমাদের সুখ দুঃখ এবং অভাব অভিযোগের ভার নিতে গেলে আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে মিলে মিশে তা কত্তে হবে। টাকার গরম বা জাতের ভরম যাঁদের মাত্র পুঁজি, এ হাটে তাদের সুতো বিকালে আমাদেরই লজ্জার কথা।

১১। এ দুর্ল্লভ পদের আর যাঁরা প্রার্থী আছেন, তাঁরা হয়ত বলবেন আমি অস্পৃশ্য জাতি—আমাকে ছুঁলে স্নান কত্তে হয়। ক্ষতি কি গঙ্গাস্নানে বহুজন্মের পাপক্ষয় হয়। আর ইহাতে এমনই কিছু মধু আছে, মুখে যিনি যাই বলুন না কেন কার্য্যতঃ দেখবেন সে সব শ্মশান বৈরাগ—একপাও কেহ নড়বেন না। ও সব ফাঁকা আওয়াজে আপনারা ভুলবেন না। আর কৃষ্ণপ্রেমে কত মুচি শুচী হয়ে গিয়েছে তাকি আপনারা ভুললেন ?

১২। আপনারা শাপভ্রষ্ট হয়ে যখন এ ধরাধামকে পবিত্র কত্তে এসেছিলেন, তখন আঁতুড় ঘরে কে আপনাদের ভূমিষ্ট করেছিল ? আমাদেরই স্বজাত। হিন্দুরা যে গোজাতিকে ভগবতী বলে পূজা করেন অন্তিমে আমরাই তাহার দেহের সদ্গতি করি। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সেবাধর্ম্ম মহামন্ত্র প্রচার করেছেন। বড় বড় গোঁসাই মহান্তরা, মালসা ভোগাদির দ্বারা রসনার তৃপ্তি করে সেবাধর্ম্মের মহিমা বজায় রেখেছেন, আর আমরা তৃণাদপি সুনীচেন, আপনাদের শ্রীচরণের হেফাজাৎ করে প্রকৃত সেবাধর্ম্ম পালন কচ্ছি। পূর্ব্বকালে এক রাজা যখন লোকের পথচলার কষ্ট দূর করার জন্য বহু পণ্ডিতের পরামর্শে সমস্ত রাজ্যটাই, চামরা দিয়ে মুড়ে ফেলবার পরামর্শ করেছিলেন, তখন আমাদেরই এক পূর্ব্বপুরুষ রাজাটা চামড়া দিয়ে না মুড়ে লোকের পা মুড়াবার ব্যবস্থা করেন। তাতেই জুতার সৃষ্টি হয়। একবার ভাবুন ত পথ ঘাট যদি সব চামড়া দিয়ে ছাওয়া হয়ে যেত, তা হ'লে ছুৎমার্গের যারা তাদের কি উপায় হত। এইরূপ আরও কত কারণে আপনারা আমাদের নিকট ঋণী। আমাকে ভোট দিয়ে এ ঋণ কতকটা শোধ করার সুযোগ আপনারা ছাড়বেন না। বাবা মুস্তফাকে একবারে ভুলাবেন না।

পরিশেষে বক্তব্য এই আপনারা আমার খাস তালুকের প্রজা নন যে ভয় দেখাব। আর ভয় পেয়ে, নিজের স্বাধীন মস্তকে বিসর্জ্জন দিয়ে, কলুর বলদের মত ঘুরবেন বা কেন ? খোসামোদ করা বা তেল দেওয়াত আমি পছন্দ করি না। বড়লোকের সাহায্য আমি চাই না ; কারণ সে সাহায্যের বিনিময়ে যা কত্তে হয় তাতে বিবেক ম্লান হয়ে যায়। যাঁরা উদার, যাঁরা মহাপ্রাণ, গরীবকে যাঁরা ঘৃণা করেন না ; তাঁদেরই ভোট আমি প্রার্থনা করি।

জিয়াগঞ্জ.
২৫শে আষাঢ়, ১৩২৮।

আপনাদের সেবাভিলাষী।
শ্রীছেত্রু চর্ম্মকার।

জেলা মুর্শিদাবাদ সব জজ আদালত ,
১৯১৭ সালের ১৬৫ নং বিভাগ বণ্টন মোকর্দ্দমা।
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়—বাদী।
শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায় দিগয়— প্রতিবাদী।

বহরমপুর মোকামে দেওয়ানী আদালতে ১৯২১ সালের ২৯শে জুলাই শুক্রবার দ্বিপ্রহরে

সম্পত্তি বিক্রয়।

জেলা বীরভূম কালেক্টরীর ১১৫২ নং তৌজির সামিল জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত থানা সমসেরগঞ্জের এলাকাধীন তরফ মালঞ্চা ষোল আনা পত্তনী মহাল।

এজেন্টের কমিশন।

যাঁহার আনীত গ্রাহক সর্ব্বোচ্চ ডাকে উক্ত সম্পত্তি ১,২৫,০০০৲ টাকার অধিক মূল্যে খরিদ করিবেন সেই এজেন্ট আদালত কর্ত্তৃক নিলাম বিক্রয় মঞ্জুর হইলে শতকরা ১৲ টাকা হারে কমিশন পাইবেন।

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ এবং বিক্রয়ের নিয় স্বাক্ষরকারীর অফিসে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

কাঞ্চনতলা এষ্টেট।
ধুলিয়ান পোষ্ট,
জেলা মুর্শিদাবাদ।
১২।৭।২১

শ্রীঅম্বিকাচরণ রায়।
কমন ম্যানেজার এবং
পার্টিসন কমিসনর।

ডাক্তার কিশোরীমোহন সিংহ এম, বি,

চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ।

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও দ্বারভাঙ্গা সরকারী হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক।

সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ চিকিৎসা

ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমার ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থানুযায়ী প্রকৃত চশমা সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন।

যাবতীয় দুর্ব্বোধ ও দুরারোগ্য ব্যাধি রক্ত, কফ ও প্রস্রাব আদি পরীক্ষা

করিয়া রোগ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভ্যাক্সিন্ ও এণ্টিটক্সিন আদি ইন্‌জেক্সন্ ও ঔষধ প্রয়োগ করতঃ আরাম করেন।

চিকিৎসার্থী মফঃস্বলবাসীগণ

কলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত হইয়া সুচিকিৎসকের সন্ধান করিতে বিশেষ বেগ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল।

রোগী দেখা ও পরামর্শের সময় ও স্থান ঃ—

প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত—
বাসাবাটী ৫০।৩ হরিশ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।
বৈকালে—৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত—
৮২ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জবাকুসুম তৈল

গুণে অদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বৰ্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।
৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২॥৵০

দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মূল্য ৯॥০ সাড়ে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য আড়াই টাক /।০ শিশির মূল্য ৩।০ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নদোষ প্রভৃতি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বৰ্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৷৵০

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৷৵০

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।৵

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ ;
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১ ;
চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন সর্ব্ব কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক !

১৫০ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ !

আবেদন
করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর
গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু
২—স্বাস্থ্য
৩—শক্তি

এই তিনটী জিনিস
লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পারপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক সাল্‌উসন্‌

ইলেকট্রিক
Electric
SOLE AGENT
DR D.D HAZR
FATEHPU
GARDEN REACH PS.

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নবরলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১॥০ দেড় টাকা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-কন্যের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা ; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র ; মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকল প্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা ; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, প্রাকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভুষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৵০ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ